কিছু একটা করতে হবে

লিখেছেন: আমরীন ইসলাম
গ্রাফিক্স ও সম্পাদনা: তাসনিম জাহান রাইয়ান

GROW your READER
Foundation

আজকেও বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে। আজকেও স্কুলে যাওয়া হলো না। স্কুলড্রেস পরে জানলা দিয়ে বসে বসে বৃষ্টি দেখছি। কতোদিন হয়ে গেলো বন্ধুদের সাথে দেখা হয় না। কতোদিন ওদের সাথে খেলি না। কতোদিন হয়ে গেলো মাঠে বের হতে দেয় না আম্মু। আমাদের বাসার নিচে পানি বেড়েই চলেছে, নিচের তলার আন্টিকে দেখলাম আম্মুকে বলছিল যে ওনাদের খোলা ছাদে যেয়ে থাকা ছাড়া উপায় নাই। আব্বু যখন সংবাদ শুনছিল তখন দেখলাম প্রতি চ্যানেলে আমাদের এলাকার নাম বলছে। আমিও খুব কৌতূহল নিয়ে কি বলছে সেটা শুনতে লাগলাম। টিভিতে বলছে যে আমাদের এলাকা মানে সিলেটে নাকি বন্যা হয়েছে। বুঝতে পারলাম না বন্যা মানে কি। আব্বুকে জিজ্ঞেস করতেই আব্বু বুঝিয়ে দিল। আমিও বুঝলাম যে এই কারণেই আমার স্কুল বন্ধ, আম্মু নিচে নামতে দিচ্ছে না।

আমরা একটা বাসার তিনতলায় থাকি। আমার কিন্তু একদিক থেকে সব কিছু ভালোই লাগছে। আমার স্কুলে যাওয়া লাগছে না, সারাদিন বাসায় মোবাইলে গেম খেলতে পারছি। আর মনে হচ্ছে আমরা ভাসমান কোন শহরে বসবাস করছি, যেখানে শহরের ভিতরেই নৌকা চলছে। আমি বারান্দা থেকে এসব দেখি প্রতিদিন। আমার খুব মন চায় নৌকায় উঠতে। আব্বুকে কতোদিন ধরে বলছি যে আমাকে একটু নৌকায় করে ঘুরতে নিয়ে যেতে কিন্তু কিছুতেই আব্বু নিয়ে যাচ্ছে না। আজ এই বাহানা কাল সেই বাহানা দিয়ে পার পেয়ে যাচ্ছে। আজ আব্বুকে জোর করে ধরবো আমাকে যেন ঘুরতে নিয়ে যায়, আজ আর কিছুতেই শুনবো না।

ঘরে এসেই আব্বুর কাছে বায়না ধরলাম আমাকে নৌকায় ঘুরতে নিয়ে যাওয়ার। আব্বুও আজ বলেছে যে আমাকে নিয়ে যাবে, তৈরি হয়ে আসতে। আমি তো খুব আনন্দের সাথে ভালো জামা পরে আসলাম। তারপর নিচে সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে নৌকার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম। একটা দুইটা নৌকা আসলো কিন্তু আব্বু বললো ওরা নাকি অনেক বেশি টাকা চাচ্ছে আর এই টাকা দিয়ে নৌকায় যাওয়ার সামর্থ্য আমাদের নেই। তারপর আরেকটা নৌকা আসলে আমরা সেটায় উঠলাম। আমার তো প্রথম প্রথম একটু ভয় লাগছিল কিন্তু পরে মজা লাগছিল।

কিন্তু কিছুদূর যাওয়ার পর দেখতে পেলাম আমার বয়সী কিছু ছেলে-মেয়ে অনেক কান্নাকাটি করছে। সবাই বলাবলি করছিল তারা নাকি কয়েকদিন ধরে ঠিকঠাক খেতে পায় না। টিনের বাড়ি, কাঠের বাড়ি সব পানিতে ডুবে গেছে। এইসব বাড়ির লোকগুলো কোথায় কি জানি। হাস,মুরগিগুলো চালের উপর উঠে বসে আছে, কত গবাদিপশু মরে ভেসে বেড়াচ্ছে তার ঠিক নাই। এইসব দেখে আমার খুব খারাপ লাগছিল। কোনোরকমে বাজার করে আব্বুর সাথে বাসায় ফিরে আসলাম।

বাসায় এসে আব্বু আম্মুকে জিজ্ঞেস করলাম সবার এই অবস্থা কেন। তখন আব্বু বললো "এই বন্যায় সবার এই অবস্থা। নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম বেড়েছে, নিম্নবিত্ত মানুষ কিছুই কিনে খেতে পারছে না। চারিদিকে পানিবাহিত রোগ বেড়েছে। মানুষ খাবারের অভাবে মারা যাচ্ছে। আশ্রয়কেন্দ্রে মানুষের জায়গা হচ্ছে না। সবাই যে যেখানে পারছে বাঁচার জন্য ছুটে বেড়াচ্ছে। এদিকে পানি কমার কোনো লক্ষণ নেই। এভাবে চলতে থাকলে আমাদেরও টিকে থাকা কঠিন হয়ে যাবে।"

আম্মু তখন বললো "বন্যায় জনজীবন যেভাবে হুমকির মুখে পড়ছে তাতে এই শহরটাই বিলুপ্ত হয়ে না যায়।" আমি তখন জিজ্ঞেস করলাম এইসব কেনো হচ্ছে? তখন আম্মু বললো যে " সবই হচ্ছে জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য, আগে পরিবেশের ভারসাম্য ছিল। এখন সেটা নাই। যখন গরম পরছে তখন তাপমাত্রা অনেক বেড়ে যাচ্ছে, আবার শীতের সময় কনকনে ঠান্ডা আর বৃষ্টি শুরু হলে তো থামাথামি নেই।"

আমি আব্বুকে জিজ্ঞেস করলাম "আচ্ছা আব্বু, কেনো জলবায়ু পরিবর্তন হচ্ছে?"
আব্বু আমাকে তখন বোঝাল যে " এইসব কিছুর জন্য মানুষই দায়ী। এই যে এতো কলকারখানা, সেখান থেকে এতো বিষাক্ত ধোয়া, ময়লা আবর্জনা বের হচ্ছে সেগুলো কোথায় যাচ্ছে? সেগুলো তো এই পরিবেশেই আসছে আর আমাদের পরিবেশ নষ্ট করছে। বিষাক্ত ধোয়া যেয়ে ওজন স্তর নষ্ট করছে যার ফলে সূর্যের ক্ষতিকর রশ্মি পৃথিবীতে প্রবেশ করছে। কার্বন ডাই অক্সাইড বেড়ে গিয়ে পৃথিবীর তাপমাত্রা বাড়িয়ে দিচ্ছে, যার ফলে অতিরিক্ত বৃষ্টি হয়ে সমুদ্রের পানি বেড়ে যাচ্ছে। যার জন্য অনেক শহর আস্তে আস্তে পানির নিচে তলিয়ে যাচ্ছে। এভাবেই আমাদের শহরেও বন্যা হচ্ছে।"

আম্মু সাথে আরও যোগ করলো যে " শুধু কলকারখানার জন্য এমন হচ্ছে তা নয় মানুষ যেভাবে গাছ কাটছে, পাহাড় কাটছে তাতেও অনেক ক্ষতি হচ্ছে। গাছ কাটার জন্য বৃষ্টি হওয়ার কোন ভারসাম্য নেই, অতিবৃষ্টি বা অনাবৃষ্টির প্রকোপ বাড়ছে। তাছাড়া পাহাড়ের পানি শোষণ করার ক্ষমতা আছে, মানুষ পাহাড় কেটে ফেলছে। সিলেটে বন্যা হওয়ার জন্য এটাও অন্যতম কারণ। " নদীতে বাঁধ দিয়ে তার দিক পরিবর্তন করে দিচ্ছে ফলে আস্তে আস্তে এসব নদী শুকিয়ে মরে যাচ্ছে।

আব্বু আম্মুর থেকে সব শুনে আমার মন আরো খারাপ হয়ে গেলো। আমি তাদেরকে বললাম "আচ্ছা আমরা কি কিছু করতে পারি না? " আব্বু বললো যে, অবশ্যই পারি। পুরো পৃথিবীর সবাইকে এক হয়ে একটা মিশনে নামতে হবে নাহলে দেখা যাবে মানুষের কর্মকাণ্ডের জন্য মানুষই বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে পৃথিবী থেকে।

সবাই এক হতে একটু সময় লাগবে কিন্তু এখন আমরা হয়তো কিছু ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে সাহায্য করতে পারি। কিন্তু খুব বেশি সাহায্যও করা সম্ভব হবে না কারণ আমাদেরও টিকে থাকতে হবে।" তখন আব্বু আম্মুর সাথে বসে আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম যে প্রতিদিন যেকোনো একটা পরিবারকে আমরা খাবার দিব।

আমি তারপর বারান্দায় এসে সব কিছু দেখতে লাগলাম আর মনে মনে প্রার্থনা করলাম আমাদের সৃষ্টিকর্তা যেন এই পরিস্থিতি থেকে সবাইকে তাড়াতাড়ি মুক্তি দেন।

একটি গ্রো ইউর রিডার ফাউন্ডেশন প্রকাশনা